দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...10 DEC 1988...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

সার্বজনীন শিক্ষাই অগ্রগতি আনিতে পারে — এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন, উন্নয়নশীল দেশসমূহের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের আশা-আকাংক্ষা ব্যাপক অর্থে কেবল সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা যাইতে পারে। প্রেসিডেন্ট আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, গোটা বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশ্ব সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘ দৃঢ়তার সঙ্গে আগাইয়া আসিবে। আন্তর্জাতিক এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হইলে বিশ্ব আস্থা ও গৌরব নিয়া একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিতে পারিবে।

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

বাসস জানায়, গতকাল (শনিবার) ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে প্রেসিডেন্ট তিন দিনব্যাপী দক্ষিণ ও মধ্য এশীয় শিক্ষা সম্মেলন উদ্বোধনী ভাষণে এ কথা বলেন। আগামী মার্চে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে ৯টি আঞ্চলিক সম্মেলনের মধ্যে ঢাকার এই সম্মেলন অন্যতম।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আসন্ন একবিংশ শতাব্দী হইবে সার্বজনীন শিক্ষা, ন্যায়বিচার ও অগ্রগতির শতাব্দী। শিক্ষা ব্যতীত সাধারণতঃ ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। যেখানে অজ্ঞতা, অশিক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করে, সেখানে অন্যায়-অবিচার বিরাজ করে। সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি আশার বালুচর হইয়া দাঁড়ায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ, ইউনিসেফ-এর কর্মসূচী বিষয়ক বিভাগের পরিচালক ডঃ নায়ই নায়ই, সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের আন্তঃ এজেন্সী কমিশনের নির্বাহী সচিব ওয়াদী ডি, হাদ্দাদ এবং প্যারিসস্থ ইউনেস্কো সদর দফতরের কার্যক্রম সমন্বয় ব্যুরোর পরিচালক আকিহিরো ছিবা। ইউএনডিপি, ইউনিসেফ এবং বিশ্বব্যাংকের আন্তঃ এজেন্সী কমিশনের উদ্যোগে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আন্তঃ এজেন্সী কমিশনের সহযোগিতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ, মন্ত্রিগণ, পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিকল্পনা বিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কূটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সহিত প্রচলিত শিক্ষার বাস্তবধর্মী সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন। স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য সরকারী-বেসরকারী অর্থাৎ গোটা সমাজের সম্পদকে কাজে লাগাইতে আমরা প্রচেষ্টা চালাইতেছি। প্রেসিডেন্ট বলেন, কেবলমাত্র উন্নয়নশীল দেশসমূহেই তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বের সহিত পর্যালোচনা করিতেছে না প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস, নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রাস্ফীতি, অস্বাভাবিক বেকারত্ব এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বিপুল ব্যয় ইত্যাদির কারণে শিল্পোন্নত ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহও শিল্পক্ষেত্রে তাহাদের নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন করিতেছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, কম অগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ এক নূতন ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সকলের জন্য শিক্ষানিশ্চিত করার লক্ষ্যে গোটা বিশ্বে নূতন করিয়া যে আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও মধ্য এশীয় জাতিসমূহও উৎসাহী অংশীদার। প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার আছে—বিশ্বের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নত জাতিসমূহের এই উচ্চারণের সহিত আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে চাই যে, সারা বিশ্বের সকল মানুষের শিক্ষা অর্জনের অধিকার রহিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট বিশেষভাবে বলেন, ধনী ও সমৃদ্ধ দেশসমূহের সহায়তায় সবার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিতে আমরা আমাদের জীবদ্দশায়ই গোটা বিশ্বের সম্পদের সমাহার ঘটাইতে পারি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সত্যিকার অর্থেই ইহা খুবই উদ্বেগের বিষয় যে, বিশ্বের কোটি কোটি লোক লেখাপড়া জানে না এবং লক্ষ কোটি শিশুর স্কুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই এবং তাহাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল বাংলাদেশেই দুই-তৃতীয়াংশ শিশু স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে শ্রমে নিয়োজিত রহিয়াছে অথবা শহর নগরীর রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—যাহাদের অধিকাংশই শোচনীয় দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। প্রেসিডেন্ট বলেন, এই বঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য পথকলি ট্রাষ্ট গঠন করা হইয়াছে।

'১৯৯০ সাল শিশুকন্যা বর্ষ' সার্কের এই ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য ইহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা বর্ষ-১৯৯০' এর আদর্শ উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সকলের জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতি হিসাবে দক্ষিণ ও মধ্যএশীয় আঞ্চলিক সম্মেলন অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের অভিজ্ঞতার [illegible]ময় ছাড়াও পরস্পরের [illegible] সুযোগ করিয়া দিয়া[illegible]